পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-২/২০২৪
সেপ্টেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সুশাসন

নতুন বাংলাদেশ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সুশাসন

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিত করা। "নতুন বাংলাদেশে" রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট হতে হবে দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। তবে সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে নয়টির সঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত। ক্ষুধা দূরীকরণ, দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন, সবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মতো লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে এই খাত সরাসরি সম্পর্কিত। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের ৫২টি দেশে মাছ রপ্তানি দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও বয়ে এনেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৪৯ দশমিক ১৫ লাখ মেট্রিক টন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, চাষের মাছ উৎপাদনে পঞ্চম এবং ইলিশ আহরণে প্রথম স্থানে রয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দুধ উৎপাদনের পরিমাণও পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সব মিলিয়ে দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত একটি সম্ভাবনাময় খাত হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই খাতে সুশাসনের ব্যাপক ঘাটতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা এবং সার্বিকভাবে এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে টিআইবি নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা

১. প্রাকৃতিক জলাশয়, নদী-খাল, হাওর, জলাভূমি, পুকুর ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এবং আবাসনের জন্য বাণিজ্যিক ভূমি উন্নয়নের নামে অবৈধ দখল ও ব্যবহার থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২. প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ম্যাপিং করে পুনরুদ্ধার করতে হবে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৩. বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্যকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে এমন দূষণ থেকে মৎস্য আহরণের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়গুলোকে রক্ষা করতে হবে। নদীর নাব্যতা হ্রাস, অপরিকল্পিত ড্রেজিং, পানিতে রাসায়নিক ও শিল্পবর্জ্য মিশ্রণসহ নানা কারণে ঝুঁকির মধ্যে থাকা মাছের উৎসগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. দেশের চাহিদা মিটিয়ে মাছের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য দেশের সকল নদী, নালা, খাল, বিল মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক জলাশয় ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়/গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এ সব স্বচ্ছ-প্রক্রিয়ায় ইজারা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ইজারা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. এ খাতে সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "ভ্যালু ফর মানি" অর্জনে অন্তরায় ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে এমন প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন, টিকা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করতে হবে এবং স্বার্থের সংঘাত, দলীয় প্রভাব এবং অন্যান্য অনিয়ম থেকে এই প্রক্রিয়া যেন মুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা অধিদপ্তরসমূহে মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রতিটি বিভাগীয় প্রধানের পদায়নের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক পরিচিতি ও কোনো ধরনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতা বিবেচনা করতে হবে।

৭. দেশের প্রতি উপজেলায় পশুর সংখ্যা লক্ষাধিক হলেও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা এবং অবকাঠামো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। জনবল ও অবকাঠামোগত এমন অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন করতে হবে।

৮. মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে সরবরাহকৃত আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

৯. গভীর সমুদ্রে বেসরকারি পর্যায়ে মাছ ধরার আধুনিক ট্রলার আমদানির ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১০. নিষিদ্ধঘোষিত ক্ষতিকর কারেন্ট জাল, বেহুন্দী জাল, চায়না জালের ব্যবহার বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

১১. দেশীয় পশুসম্পদ ও মাছের প্রজাতি উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রনয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১২. প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আলোচনা করে ইলিশ মাছের প্রজনন মৌসুমে একই সময়ে ইলিশ আহরণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এই সময়ে মৎস্যজীবীদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। মা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জলপথ, স্থলপথ এমনকি আকাশপথে পরিচালিত টহল আরও জোরদার ও কার্যকর এবং প্রকৃত অপরাধীদের জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. সারা দেশের পোলট্রি খামারগুলো নিয়ে একটি জেলাভিত্তিক "রিয়েল টাইম ডেটাবেইস" তৈরি করতে হবে। কোন জেলার খামারগুলোয় কী পরিমাণ মুরগি রয়েছে, প্রতিদিন কী পরিমাণ মুরগি ও ডিম সেসব খামার থেকে বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য থাকলে বাজারের মাংস ও ডিমের চাহিদার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা যাবে।

১৪. প্রাণিজ আমিষ পণ্য যেমন মাংস, দুধ, ডিম, ড্রেসড ব্রয়লার ইত্যাদি পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৫. প্রাণিজ আমিষের চাহিদা সরাসরি পূরণের পাশাপাশি পোলট্রি খাত মানুষের, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষ ক্রয়ের আর্থিক সক্ষমতা তৈরি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সব বিবেচনায় পোলট্রি খাতকে আবারও শুল্কমুক্ত করে দেওয়া উচিত।

১৬. সকল ধরনের ফিডের উচ্চমূল্যের পেছনে বিদ্যমান সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে হবে। মুরগির বাচ্চা, ফিড, টিকা ও ওষুধ আমদানি, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি পর্যায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও করপোরেট গোষ্ঠীগুলোর কোনো চক্র বা যোগসাজশ থাকলে সেটি চিহ্নিত ও দূর করতে হবে। কৃষি বিপণন আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. আমদানিকৃত ফিডের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

১৮. প্রাণিজ খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে পশু এবং হাঁস-মুরগির টিকা ও প্রতিষেধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রাণিসম্পদ খাতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও পশুখাদ্যে জৈব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দ্রুত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৯. প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপকরণ সহায়তা প্রদান ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াটি সহজসাধ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে প্রান্তিক খামারিদের মাঝে মুরগির বাচ্চা, ফিড, টিকা ও ওষুধ সরবরাহ করতে হবে।

২০. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা, ওষুধ এবং সময়মতো চিকিৎসাসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে ভিএস বা জরুরি সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২১. খামার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের আরও উদ্যোগী এবং একটি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রতিটি খামার পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh